

132384 - কেউ যদি রেকর্ডকৃত রক্তিয়া শুনে এটা কি ঝাড়ফুঁক চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে?

প্রশ্ন

মোবাইল থেকে রক্তিয়া শুনে সে ব্যক্তি কি তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যারা অন্যের কাছে ঝাড়ফুঁক চায় কিংবা যে ব্যক্তি কেবল রক্তিয়াকারী (ঝাড়ফুঁককারী) ব্যক্তির কাছে যায় (সেও কি অন্তর্ভুক্ত হবে)। যেহেতু হাদিসে এসেছে "আমার উম্মতের মধ্যে সত্ত্বর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্মাতে প্রবেশ করবে। তারা হচ্ছে যারা কারো নিকট ঝাড়ফুঁক চায় না, যারা কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না, যারা গরম ছ্যাক দিয়ে চিকিৎসা নেয় না; বরং আল্লাহ'র উপর ভরসা করে।"

প্রিয় উত্তর

এক:

ইমাম মুসলিম ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে সত্ত্বর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্মাতে প্রবেশ করবে। তারা হচ্ছে যারা কারো নিকট ঝাড়ফুঁক চায় না, যারা কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না, যারা গরম ছ্যাক দিয়ে চিকিৎসা নেয় না; বরং আল্লাহ'র উপর ভরসা করে।"

ইবনে আবুস রাওয়ান (রাঃ) থেকে সহিহ মুসলিমের (২২০) নং হাদিসে এসেছে: "ঝাড়ফুঁক করে না"। আলেমগণ এ ভাষ্যের ব্যাপারে হ্রস্ব দিয়েছেন যে, এটি বর্ণনাকারীর ভুল। সঠিক হচ্ছে "ঝাড়ফুঁক চায় না"।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

তিনি বলেননি যে, "তারা ঝাড়ফুঁক করে না" যদিও সহিহ মুসলিমের কোন এক বর্ণনাতে এভাবেও উদ্ধৃত আছে; তবে সেটি ভুল। কেননা নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঝাড়ফুঁক করেছেন এবং তিনি অন্যকেও ঝাড়ফুঁক করেছেন; কিন্তু তিনি কারো কাছ থেকে ঝাড়ফুঁক চাননি। কারণ ঝাড়ফুঁকপ্রার্থী: অন্যের কাছে দোয়াপ্রার্থী; পক্ষান্তরে ঝাড়ফুঁককারী অন্যের জন্য দোয়াকারী।"

[ইকতিয়াউস সিরাতিল মুস্তাকীম (পৃষ্ঠা-৪৪৮) থেকে সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন:

"ঝাড়ফুঁককারী ও ঝাড়ফুঁকপ্রার্থীর মধ্যে পার্থক্য হল: ঝাড়ফুঁকপ্রার্থী: প্রার্থী, যাচনাকারী, তার অন্তর গায়রঞ্জাহ্মুখী। আর ঝাড়ফুঁককারী: অনুগ্রহকারী, অন্যের উপকারকারী। [সমাপ্ত][আল-মুস্তাদরাক আলা মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া (১/১৮)]

সুতরাং এই সত্ত্বর হাজার লোকের বৈশিষ্ট্য হল: তারা কারো কাছে ঝাড়ফুঁক তলব করে না। কেননা **لَا يَسْتَرْقُونَ** এর অর্থ হচ্ছে— তারা অন্যদের কাছে রক্তিয়া (ঝাড়ফুঁক) করা তলব করে না। পক্ষান্তরে, কেউ যদি নিজেকে ঝাড়ফুঁক করে কিংবা অন্য কাউকে

বাড়ফুঁক করে: এতে অপচন্দনীয় কিন্তু নেই।

দুই:

ক্যাসেট, মোবাইল কিংবা অন্য কোন যন্ত্রের মাধ্যমে রুক্কিয়া শুনলে আমাদের মনোনীত অভিমত হচ্ছে— এটি বাড়ফুঁক চাওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে না।

এ পদ্ধতিতে রুক্কিয়া শুনাটা ইনশা আল্লাহত্পকারী। এর মাধ্যমে অনেক মানুষ উপকার পেয়েছে। যদিও বেশি ভাল হচ্ছে ব্যক্তি নিজে কুরআন পড়া কিংবা অন্য কেউ তাকে পড়ে শুনানো।

শাইখ বিন বায (রহঃ) ফতোয়া দিয়েছেন যে, রেডিও থেকে সূরা বাকরা পড়া হলে এটি বাড়ী থেকে শয়তানকে তাড়াবে।

[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বিন বায (২৪/৮১৩)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।